ভোরের কাগজ

40

তারিখ MAR 07 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদ্রোহী হাজং জাতির ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার

উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের
পাঠপুস্তকে বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের উৎপত্তি, বিস্তার ও বিকাশ
সংক্রান্ত ইতিহাস পড়ানো হলেও হাজং জাতির ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত
করা হয়নি।

ঐতিহ্যবাহী হাতি খেদার আন্দোলন হাজং জাতির সংগ্রামী দ্বার উন্মোচন
করেছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, কৃষক ও তেভাগা আন্দোলন, টংক ও
জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন, দেশবিভাগ বিরোধী আন্দোলন সর্বোপরি
বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে হাজার হাজার হাজং নর-নারীর আত্মদান
হাজং জাতিকে লড়াকু জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৮২১ থেকে ১৮৩১-এর কাছাকাছি সময়ে সুসং পরগনার জমিদার কর্তৃক
বাধ্যতামূলক 'হাতি খেদার' বিরুদ্ধে সুসং পরগনার হাজংগণ বিদ্রোহ
করেছিল। উক্ত 'হাতি খেদার' আন্দোলনে মনা হাজং সর্দারের নেতৃত্বে
হাজংগণ সুসং জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জমিদারগণ হাজং
নেতা মনা হাজং সর্দারসহ রতিয়া হাজং, মঙ্গলা হাজং, বিহারী হাজং, বাঘা
হাজং, জগ হাজং, সোয়া হাজং এবং নাম না জানা হাজার হাজার হাজং নর-
নারীকে হাতি পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করে।

১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারি ব্যাষ্টিন সাহেবের বর্বর সশস্ত্রবাহিনী
কলমাকান্দা থানার লেংগুরা ইউনিয়নের জিগাতলা, লেংগুরা, চৈতন্যনগর,
ভরতপুর প্রভৃতি ১২টি হাজং গ্রাম একসঙ্গে আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার
হাজং নর-নারীকে হত্যা করে জিগাতলা গ্রামে গণকবর দেয়। তৎকালীন
ব্রিটিশ সরকারের বর্বর বাহিনী 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস' মোমেশ্বরী নদীর
তীরে বহেড়াতলী গ্রামে প্রবেশ করে ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগের
পাশাপাশি শত শত হাজং মেয়েকে নির্যাতন করে এবং সদ্যবিবাহিতা কুমুদিনী
(সরস্বতী)কে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কুমুদিনীকে উদ্ধার ও সম্ভ্রম রক্ষা
করতে গিয়ে মহীয়সী নারী হাজং মাতা রাসমনী হাজং এবং বীর যোদ্ধা সুরেন্দ্র
হাজংসহ শত শত বীর হাজং নর-নারী সেদিন শহীদ হয়েছিলেন।

বার বার পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েও হাজং জাতি কখনো পশু
শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। খ্রিস্টান মিশনারিগণ জাগতিক সুখ-
সম্পদের প্রলোভনে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজাতি/আদিবাসীদেরকে
ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হলেও হাজং জাতিকে এখনো ধর্মান্তরিত করতে
সক্ষম হয়নি।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে হাজং জাতির ইতিহাস, কৃষ্টি,
সংস্কৃতি, এবং হাজারো বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নহুস চন্দ্র হাজং
সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।